হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে হবিগঞ্জে কৃষকেরা প্রতারিত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতি একরে ১২০ মণ ধান ফলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হবিগঞ্জের কৃষকদের কাছে উচ্চমূল্যে হাইব্রিড ধানের বীজ 'ঝলক' বিক্রি করে এনার্জি প্যাক এগ্রো লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে কৃষকেরা বুঝলেন, তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। ওই বীজ ব্যবহারকারী কৃষকেরা একরে মাত্র ৩০-৩৬ মণ ধান পেয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জের উপপরিচালক জালাল উদ্দিন বলেন, 'আমরা এলাকার কৃষকদের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছি। কৃষকেরা একটু বুঝেশুনে বীজ কিনলে প্রতারণার শিকার হতেন না।'

জেলা কৃষি কার্যালয়, কৃষক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জেলার বানিয়াচং, আজমিরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, লাখাই ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষকেরা গত নভেম্বর থেকে জমিতে বোরো বীজ বপন শুরু করেন। প্রতি কেজি হাইব্রিড 'ঝলক' বীজের দাম ১৯০ টাকা। কিন্তু বাজারে সংকট থাকায় কৃষকেরা তখন 'ঝলক' বীজ ৩২০ টাকা কেজিতে কিনেছেন।

বৈশাখে ধান কাটার সময় কৃষকেরা দেখতে পান, ফসলে চিটার পরিমাণ বেশি। বীজ পাকার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলো ঝরে পড়ছে। ধান কাটার পর দেখা গেল, একরে ১২০ মণের স্থলে ধান হয়েছে ৩০ থেকে ৩৬ মণ।

নবীগঞ্জ উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের কৃষক আজমান আলী জানান, দুই একর জমির জন্য ১০ কেজি 'ঝলক' বীজ কিনেছিলেন। শুরুতে পুষ্ট চারা দেখে অনেক স্বপন দেখেছিলেন। কিন্তু ধান কাটার আগ মুহূর্তে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। তিনি বলেন, 'দুই একরে ২৪০ মণ ধান পাওয়ার কথা। কিন্তু এর তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়াই কষ্ট হবে।'

আজমিরীগঞ্জ উপজেলার বদলপুর গ্রামের কৃষক গোপাল দাস বলেন, 'এলাকার আর সব কৃষককে অনুসরণ করে প্রতারিত হয়েছি। এর আগে একই বীজ এগ্রোজি-১ নামে একই কোম্পানি বাজারজাত করে। সেই সময় কৃষকেরা এ বীজ কিনে প্রতারিত হন। পরে কোম্পানি নাম বদল করে এ বছর ঝলক নামে পুনরায় বাজারে এসেছে।'

ঝলক বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এনার্জি প্যাক এগ্রো লিমিটেডের হবিগঞ্জ জেলার বাজার কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম দাবি করেন, কৃষকেরা ঠিকমতো সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে না পারায় এবং খরার কারণে এ ধানের ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের সরবরাহকৃত বীজের গুণগত মান ভালো ছিল।

এগ্রোজি-১-এর নাম পরিবর্তন করে ঝলক নামে বীজ বিক্রি সম্পর্কে ব্যবস্থাপক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এগ্রোজির নামে আমাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। কৃষকদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য বাংলা নাম ঝলক ব্যবহার করা হচ্ছে।' তিনি আরও দাবি করেন, জেলায় তাঁরা মাত্র ১৫ টন বীজ বিক্রি করেছেন।